HIS-405

Unit-3

Self Respect Movement

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিংশ শতকের শুরু থেকেই জাতীয় রাজনীতি থেকে মুসলমানরা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দাবী আদায়ের আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের উপর জোর দেয়। এইসময় ভাষাকে কেন্দ্র করে হিন্দি উর্দু বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। বিশেষ করে উত্তর ভারতে হিন্দি হিন্দু হিন্দুত্ববাদী ধারণার একটা ঝোঁক তৈরি হয়েছিল। এই হিন্দি হিন্দু হিন্দুত্ববাদী ধারণার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল দক্ষিণ ভারতে। ধর্ম ও ভাষার প্রশ্নে উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয়র এক হতে পারেনি।অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতীয়রা ভাষাগত প্রশ্নে নিজেদের আলাদা জাতি হিসাবে তুলে ধরেছিল। তারপর দক্ষিণ ভারতে জাত বিরোধী আন্দোলন এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। আমরা জানি জাত, সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যাকে আমরা কৌম বলি। এই কৌমকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে তা জাত বিরোধী বা ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে জ্যোতিবা ফুলের সময় থেকেই জাত বিরোধী বা ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বিশ শতকে দ্বিতীয় দশকে মাদ্রাজে এই জাত বিরোধী বা ব্রাহ্মণ্য বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের জাত বিরোধী বা ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনে ই ভি রামস্বামীর Self Respect আন্দোলনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। 1919 সালে রামস্বামী জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। কিন্তু তিনি জাতীয় কংগ্রেসের ব্রাহ্মণ্যবাদী কাজকর্ম বা ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্য মেনে নিতে পারেননি।1924 সালে তিনি গান্ধীজীর ভাইকম সত্যাগ্রহের যোগদান করেন। গান্ধীজীর কাজকর্মে রামস্বামী অসন্তুষ্ট হন। এরপর তিনি আইনসভাতে দলিত ও ও

ব্রাহ্মণদের সদস্যপদ সংরক্ষণের দাবি জানান।1925 রামস্বামী সালে কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধে দল ছাড়েন।

ই ভি রামস্বামীর দলিত ও অব্রাহ্মণদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য Self Respect Movement এর সূচনা করেন। রামস্বামীর self respect আন্দোলনে সহযোগী ছিলেন এস রামনাথণ। 1926 সালে self respect league গঠন করা হয়েছিল। 1927 সালে তিনি দক্ষিণ ভারতে গান্ধীজীর বর্ণাশ্রম এর পক্ষে মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন।এরপর তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হন। Self Respect Movement শুধুমাত্র সমাজ সংস্কারক আন্দোলন ছিল না। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙে দিয়ে এক যুক্তিবাদী সমাজ গঠন করা। যে সমাজে কোন জাতি ধর্ম ঈশ্বর থাকবে না।

রামস্বামী self respect সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই আন্দোলন সম্প্রদায়ের দুর্বলতা প্রকাশ করার জন্য নয় এই আন্দোলন সামাজিক কুপ্রথা ধ্বংসের জন্য ছিল। ব্রাহ্মণদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ঠিক তেমনি অব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের প্রথা কে অস্বীকার করে self respect আন্দোলন শুরু করে। রামস্বামী ঘোষণা করেন এই আন্দোলন সমগ্র মানবজাতির আত্মসম্মানের লক্ষ্যে। ই ভি রামস্বামী কংগ্রেসকে জাত ব্যবস্থার সাহায্যকারী বলে ঘোষণা করেন। সুতরাং Self Respect Movement এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল অব্রাহ্মণদের মর্যাদা কে গুরুত্ব দেওয়া। Self Respect আন্দোলনের মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিক কুডি অরাসু।এই পত্রিকায় ব্রাহ্মণ ও জাত বিরোধী বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো।

Self Respect আন্দোলনের লক্ষ্য গুলি হল

1.ব্রাহ্মণদের দ্বারা গঠিত সমাজকে ধ্বংস করা। ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে এক শ্রেণীর মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে বা উচ্চ জন্ম বলে মনে করে।

2.সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা নিয়ে আসতে হবে।

3.প্রত্যেক মানুষের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

4.সমাজে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

5.অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটিয়ে সমাজে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

6.বিধবা ও অনাথদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

7. মন্দির, মঠ নির্মাণের পরিবর্তে বেকারদের কর্মসংস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা দেওয়া।

1929 সালে self respect আন্দোলনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সামাজিক কুপ্রথার অবসান শোষণের অবসান ও সামাজিক সমতার কথা বলা হয়েছিল। 1931 সালে self respect আন্দোলনের অধিবেশনে অস্পৃশ্যতার তীব্রভাবে বিরোধিতা করা হয়েছিল এবং ইন্টার কাস্ট বিবাহকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। Self respect আন্দোলনের কর্মসূচি গুলি হল, জাতিগত বিভিন্ন প্রথা সহ জাতি ব্যবস্থার অবসান। বিভিন্ন প্রথা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের অংশগ্রহণ বাতিল করা। বিবাহ বিবাহ বিচ্ছেদ বিধবাদের আইন-কানুন শিথিল করা।

ইভি রামস্বামী জাস্টিস মঞ্চকে বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কী ছিল সামাজিক প্রথার অবসান, বিভিন্ন রীতিনীতির বিরোধিতা করা।রামস্বামী এমন এক সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন যে সমাজ মনুষ্যত্ব ও যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বিষয়ে জাস্টিস দল এবং self respect আন্দোলনের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল।

রামস্বামীর জাত বিরোধী আন্দোলন আন্দোলন জ্যোতিবা ফুলের থেকেও তীব্রতর ছিল। একটা সময় তিনি উত্তর ভারতের ধর্মকে আক্রমণ করতে থাকেন এমনকি তিনি একটা সময় নাস্তিক কথা বলতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন there is no God । রামস্বামী এভাবে উত্তর ভারতের ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে থাকেন। ই ভি রামস্বামী সাম্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে তিনি একটি সাম্যবাদী দল গঠন করার কথা ভাবেন।

রামস্বামী self respect league এর মঞ্চ থেকে সাম্যবাদের প্রচার করতে থাকেন। এইভাবে দক্ষিণ ভারতে জাত বিরোধী আন্দোলন ও সাম্যবাদী আন্দোলন এক হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে self respect league জাস্টিস দলকে সমর্থন করে।

1940 এর দশক থেকেই দক্ষিণ ভারতের জাত বিরোধী আন্দোলন ভিন্নমাত্রা পেয়েছিল। রামস্বামী তার self respect আন্দোলনের কর্মসূচিতে দ্রাবিড় ও তামিল জাতীয়তাবাদের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। এইসময় রামস্বামী তামিল জাতিসত্তা রক্ষার জন্য দ্রাবিড় কাজঘাম নামক দল প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই দলের লক্ষ্য ছিল সার্বভৌম তামিল রাষ্ট্র গঠন করা। দেশ স্বাধীনের পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তামিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অনেকটাই নরম করে

দিয়েছিলেন । স্বতন্ত্র তামিলনাড়ুর গঠনের পর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কিছুটা নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল।